অন্বেষণ

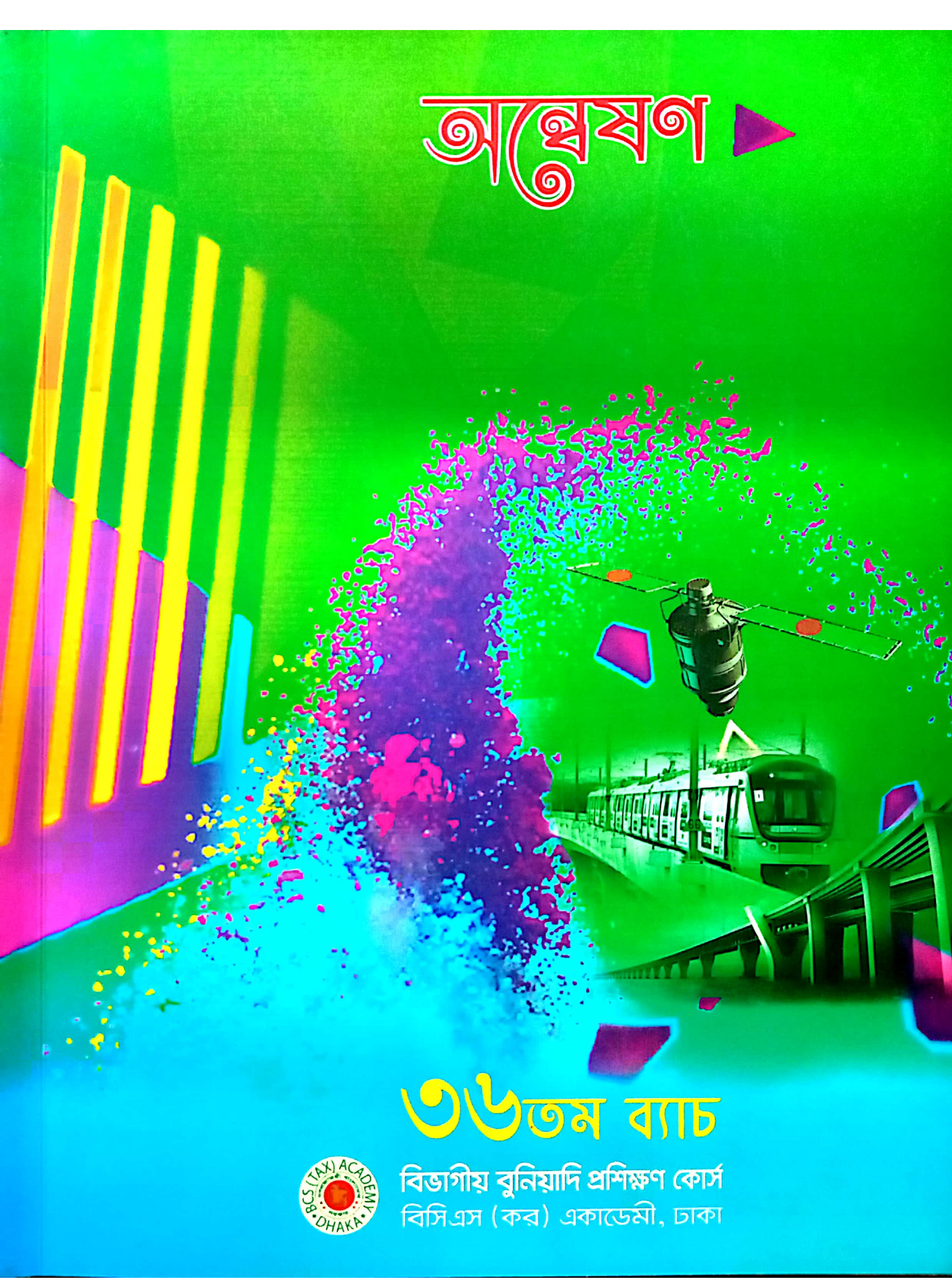

৩৬তম ব্যাচ

বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বিসিএস (কর) একাডেমী, ঢাকা

Scanned with CamScanner

যাদের সহযোগিতায় প্রকাশিত হলো

অন্বেষণ

Large Taxpayers Unit

কর অঞ্চল-৬

কর অঞ্চল-৭

কর অঞ্চল-৮

কর অঞ্চল-১১

কর অঞ্চল-১২

কর অঞ্চল-১৩

Scanned with CamScanner

অন্বেষণ

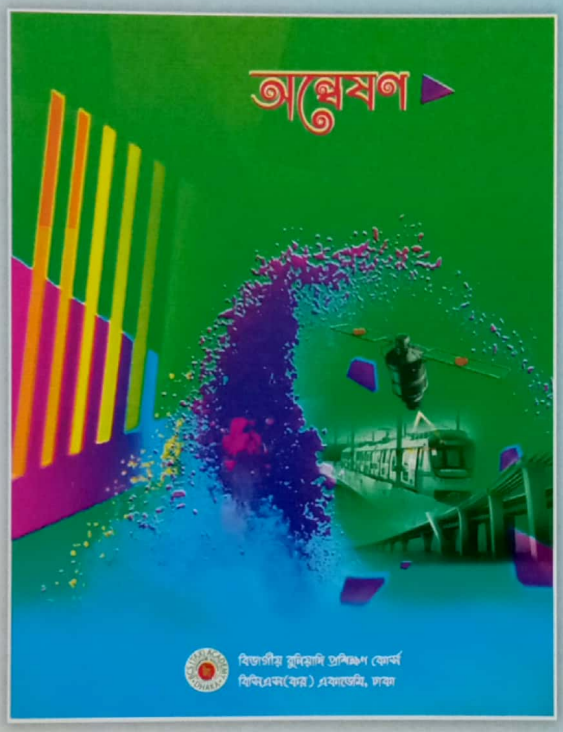

বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিসিএস(কর) একাডেমি, ঢাকা

Scanned with CamScanner

অন্বেষণ

বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
বিসিএস(কর) একাডেমি, ঢাকা

প্রকাশকাল:
১২ মার্চ, ২০১৯

কৃতজ্ঞতায়:
জনাব মো: লুৎফুল আজীম
মহাপরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমী
জনাব আহসান হাবিব
পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমী
মিজ আয়েশা সিদ্দিকা শেলী
যুগ্ম-পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমী
জনাব জানে আলম
উপ-পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমী
জনাব সৌমিত্র চক্রবর্তী
উপ-পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমী
মিজ শাহিন সুলতানা
সহকারী পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমী
জনাব মো: মাহবুবুর রহমান
সহকারী পরিচালক, বিসিএস (কর) একাডেমী

সম্পাদনা পর্ষদ
মির্জা আরসালান মুহিত
এস. এম. নজরুল ইসলাম
মো: ফিরোজ কবির
এস. এম. আব্রাহাম লিংকন
মোসা: তানজিনা সাথী
নাজমুন নাহার
মুনিয়া সিরাত
তনুশ্রী চন্দ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:
বিসিএস (কর) একাডেমী

স্যুভেনিরের নামকরণ:
সালেকুল ইসলাম বিপ্লব

মুদ্রণ
মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৭৮/৩, এলিফ্যান্ট রোড, কাটাবন
ঢাকা-১২০৫, ফোন: ৯৬৩৫০৮১
ই-মেইল: modinapublishers@gmail.com

Scanned with CamScanner

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত ৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাগণ বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপনে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি তাদের এ মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জনকল্যাণমূলক রাজস্ব সংস্কৃতি বিকাশে তাদের এই বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় ৮৫% জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সংগ্রহ করে থাকে । এ বৃহৎ কর্মযজ্ঞকে আরো গতিশীল ও প্রাণবন্ত করতে আমাদের সাথে যুক্ত হলো একগুচ্ছ তরুণ, সতেজ ও উদ্যমী সহকারী কর কমিশনার যারা আমাদের জাতীয় রাজস্ব আহরণে নব যুগের সূচনা করবে।

বর্তমান সরকারের সাহসী নেতৃত্বে দেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে গড় প্রবৃদ্ধি ৭.৫% এর অধিক অর্জন এবং নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণসহ মেগা প্রকল্পসমূহের কর্মযজ্ঞই নির্দেশ করে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থান করছে। নবীন সহকারী কর কমিশনারগণ রাজস্ব সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দেশের এই সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং সরকারের "রূপকল্প ২০২১" ও "রূপকল্প ২০৪১" বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমি বিশ্বাস করি, নবীন কর্মকর্তাগণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বুকে ধারণ করে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্নসমৃদ্ধ স্বনির্ভর ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে।

আমি স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং নবীন কর্মকর্তাগণের সাফল্যময় কর্মজীবন কামনা করি।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি

Scanned with CamScanner

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ট্যাক্সেশন) ক্যাডারের ৩৬তম ব্যাচের সহকারী কর কমিশনারদের ৬ মাস ব্যাপী বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির এ মুহূর্তকে আনন্দময় ও স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি স্মরণিকা প্রকাশের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অভ্যন্তরীণ সম্পদের উৎস হিসেবে আয়করের পরিধি ও আওতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়করের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে "রূপকল্প ২০২১" ও "রূপকল্প ২০৪১" বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজন একটি সুসংগঠিত ও দক্ষ আয়কর বিভাগ। সেই লক্ষ্যে বিসিএস (কর) একাডেমী নবীন কর্মকর্তাদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৩৬তম ব্যাচের সহকারী কর কমিশনারবৃন্দ তাদের বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগে অর্জিত এক স্বাধীন সত্তা; এক অফুরন্ত সম্ভাবনার দেশ। জাতীয় গৌরবের ধারক ও বাহক হয়ে, অতীতের ঐতিহ্যকে লালন করে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাদের অভিযান হবে সাফল্যমন্ডিত এ আমার শুভ কামনা।

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি

Scanned with CamScanner

সদস্য (গ্রেড-১)
(কর প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমীতে বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণাধীন ৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ তাদের প্রশিক্ষণের স্মৃতির স্মারক হিসেবে স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আহরণ এবং তার যথোপযুক্ত ব্যবহার সমৃদ্ধ ও গতিশীল অর্থনীতির নিয়ামক শক্তি। রাজস্ব প্রশাসনের নিরলস শ্রম এবং জনবান্ধব রাজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে করেছে বেগবান। বিগত কয়েক বছরে জাতীয় আয়ের গড় প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫% এর অধিক হওয়া, বাংলাদেশের অর্থনীতির উল্লম্ফনেরই বহিঃপ্রকাশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ নিজস্ব সীমিত সম্পদের সর্বত্তোম ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের সাহসী নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থান করছে। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের বৃহৎ কর্মযজ্ঞকে আরো গতিশীল ও প্রাণবন্ত করতে একগুচ্ছ তরুণ, সতেজ ও উদ্যমী সহকারী কর কমিশনার যুক্ত হয়েছেন জেনে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করছি।

বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৩৬তম ব্যাচের সকল সদস্যের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমলব্ধ এই স্মরণিকা প্রকাশনা উপলক্ষ্যে সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। নবীন কর্মকর্তাদের কর্মজীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হোক - এই কামনা করছি।

কালিপদ হালদার

Scanned with CamScanner

সদস্য
(কর আপীল ও অব্যাহতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমীতে বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণাধীন ৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ তাদের প্রশিক্ষণের স্মৃতির স্মারক হিসেবে স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

অভ্যন্তরীণ সম্পদে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়ন করতে রাজস্ব বিভাগের পরিধি বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে, বৃদ্ধি পেয়েছে কর আহরণের সুযোগ ও সম্ভাবনা। এ লক্ষ্যে দক্ষ মানবসম্পদই রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এই কর প্রশাসনের সাফল্য নির্ভর করে প্রশাসনিক কাঠামোর সমন্বয় ও কর কর্মকর্তাদের দক্ষতার উপর। নবীন সহকারী কর কমিশনারদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন, মূল্যবোধ সৃষ্টি, জনকল্যাণমুখী কর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ভূমিকা অপরিসীম। নবীন কর্মকর্তারাই এক সময় দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করতে কর ক্যাডারের ভূমিকার কোন বিকল্প নেই।

নবীন কর্মকর্তাগণ পেশাদারিত্বসুলভ মানসিকতা ও সমন্বিত প্রয়াসে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন ও নিজেদের যোগ্য করে তুলবেন।

৩৬তম ব্যাচের নবীন সহকারী কর কমিশনারবৃন্দকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ বিভাগকে আরো গৌরবোজ্জ্বল করবে এই প্রত্যাশা করি।

রওশন আরা আক্তার

Scanned with CamScanner

সদস্য
(অডিট ইন্টেলিজেন্স এন্ড ইনভেস্টিগেশন)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত ৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের সহকারী কর কমিশনারগণ তাদের ৬ মাসব্যাপী বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির এ মুহূর্তকে আনন্দময় করে রাখার জন্য একটি স্মরণিকা প্রকাশের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এ উপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিসিএস (কর) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ সরকারের রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। এই কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনস্বীকার্য। আমি বিশ্বাস করি যে, ৩৬তম ব্যাচের এই নবীন কর্মকর্তাগণ তাদের প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সরকারের রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

আমি নবীন কর্মকর্তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতা ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করছি।

আরিফা শাহানা

Scanned with CamScanner

সদস্য
(কর নীতি)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত ৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাগণ তাদের স্মৃতি সংরক্ষণার্থে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং উৎসাহব্যঞ্জক।

দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে রাজস্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটি দেশের উন্নয়নে স্তর নির্ধারক হচ্ছে এই রাজস্ব। বিসিএস (কর) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাগণ তাদের ৬ মাস মেয়াদী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ে ভবিষ্যতে এদেশের রাজস্ব খাতকে আরো সমৃদ্ধ করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে নবীন কর্মকর্তাগণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন এ আশা রাখি।

আমি বিশ্বাস করি, কর ক্যাডারের এই নবীন, মেধাবী ও দেশপ্রেমিক কর্মকর্তাগণ ভবিষ্যতে তাদের প্রতি সকলের আস্থার ও প্রত্যাশার সঠিক প্রতিদান দিতে সক্ষম হবেন।

পরিশেষে, এই স্মরণিকা প্রকাশের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কানন কুমার রায়

Scanned with CamScanner

সদস্য
(কর তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সেবা)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত ৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের নবীন কর্মকর্তাগণ স্মরণিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বিশ্বায়নের এ প্রশস্ত আঙিনায় তথ্য প্রযুক্তির বিশাল অবদানের ফলে সম্ভাবনাময় যে নয়া অর্থনীতির আদল গড়ে উঠেছে, তাতে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণ এবং আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন ও দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন নেতৃত্ব। সেই লক্ষ্যে বিসিএস (কর) একাডেমী নবীন কর্মকর্তাদের ছয় মাসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের একটি মজবুত ভিত গড়ে দিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। নবাগত অনুজদের উপর দায়িত্ব রয়েছে দেশপ্রেমকে ধারণ করে অতীত ঐতিহ্যকে বহন করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপর ভবিষ্যতে অর্পিত দায়িত্ব আদর্শ, সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

সবশেষে স্মরণিকা প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মো: আলমগীর হোসেন

Scanned with CamScanner

প্রেসিডেন্ট
(কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমীর বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিজ প্রশিক্ষণের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার নিমিত্তে ৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের কর্মকর্তাবৃন্দের একটি স্মরণিকা প্রকাশের প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে রাজস্ব আহরণের কোন বিকল্প নেই। আর দেশের অভ্যন্তরীণ সম্ভাব্য সকল উৎস হতে সঠিকভাবে আয়কর আহরণের জন্য বিসিএস (কর) একাডেমীর নবীন প্রশিক্ষণার্থীদের নিরলস প্রচেষ্টাকে আমি স্বাগত জানাই।

নিরন্তর শুভকামনা স্মরণিকা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য।

মোহাম্মদ গোলাম নবী

Scanned with CamScanner

সদস্য
(ট্যাক্সেস লিগ্যাল এন্ড এনফোর্সমেন্ট)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৩৬তম ব্যাচের নবীন কর্মকর্তাগণ তাদের বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করতে যাচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষণকালীন স্মৃতির স্মারক স্বরুপ স্মরণিকা প্রকাশের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

সময়ের আবর্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে আয়কর বিভাগ এখন অনেক বেশি সক্রিয়, সমৃদ্ধ ও গতিশীল। বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে দ্রুত উন্নত বিশ্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এই অর্থনীতির স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ধরে রাখতে নিয়মিত রাজস্ব আহরণের কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে বিসিএস (কর) একাডেমীর ব্যবস্থাপনা এবং অনুষদ সদস্যবৃন্দ আন্তরিকভাবে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের দ্বারা নবীন এ সকল সহকারী কর কমিশনারদের আরও দক্ষ ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলছে। সততা ও নিষ্ঠার সাথে এই তরুণ মেধাবী কর্মকর্তাগণ তাদের মেধা, মনন এবং সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে অধিক কর আহরণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্মরণিকা প্রকাশে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনসহ আমার এই অনুজ কর্মকর্তাদের জীবনে সফলতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

হাফিজ আহম্মেদ মুর্শেদ

Scanned with CamScanner

সদস্য
(কর জরিপ ও পরিদর্শন)
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) একাডেমীতে প্রশিক্ষণরত সহকারী কর কমিশনারবৃন্দের স্মরণিকা প্রকাশের প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ জানাই।

বিসিএস (কর) ক্যাডারের কর্মকর্তাবৃন্দ রাজস্ব (প্রত্যক্ষ কর) আহরণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে মোট রাজস্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অংশও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে কর আহরণের ক্ষেত্রে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। দেশপ্রেম, সততা ও আন্তরিকতার পাশাপাশি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। ৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের কর্মকর্তাবৃন্দ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য নিজেদের তৈরি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। নবীন কর্মকর্তাবৃন্দের সাফল্য ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায়।

মোঃ মেফতাহ্ উদ্দিন খান

Scanned with CamScanner

সভাপতি
বিসিএস (ট্যাক্সেশন) এসোসিয়েশন
ও
কর কমিশনার
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা

বাণী

বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৩৬তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের পেশাগত জীবনের শুরুতে একটি স্মরণিকা প্রকাশ যেন সাহিত্যাঙ্গণে দৃঢ় পদচারণার দৃপ্ত প্রতিধ্বনি। কাঙ্ক্ষিত এ স্মরণিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তারা মূর্ত করেছে প্রশিক্ষণকালীন সময়ের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতাসহ নানা জীবনানুভূতি। আমি বলবো এ হল তাদের আনন্দ বেদনার মহাকাব্য। কালির আঁচড়ে দু'মলাটের মাঝে এ মহাকাব্য রচনার প্রয়াস অত্যন্ত সৃজনশীল।

নিয়মিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পাশাপাশি তাদের এই সৃষ্টিশীল প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপায়ণে পাথেয় হয়ে রইল আমার আন্তরিক শুভকামনা। মনন ও মেধা বিকাশের এ ধারা অব্যাহত থাকুক নিরন্তর।

মোঃ সেলিম আফজাল

Scanned with CamScanner

মহাপরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমী

বাণী

৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের ৬ মাসব্যাপী বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে সহকারী কর কমিশনারবৃন্দ তাদের সৃজনশীলতা, মেধা ও মননের সংমিশ্রণে স্মরণিকা "অন্বেষণ" প্রকাশ করতে যাচ্ছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

প্রশিক্ষণকালীন একাডেমিক ক্লাস, অ্যাসাইনমেন্ট, পরীক্ষা, উপস্থাপনা ইত্যাদি ব্যস্ততার মাঝেও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বসন্ত বরণ, পিঠা উৎসব, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, মেস রজনী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দ। তাদের প্রাণচঞ্চল উপস্থিতি ও কর্মমুখর উচ্ছ্বাস আমাকে আশান্বিত করেছে। তারা কর্ম জীবনে দক্ষতা, আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে আয়কর বিভাগের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছি।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় এবং সম্মানিত সদস্য মহোদয়গণের সার্বক্ষণিক নির্দেশনায় প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিসিএস (কর) একাডেমী আয়োজিত এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফল করতে সম্মানিত প্রশিক্ষকবৃন্দ, কোর্স পরিচালক, কোর্স সমন্বয়ক ও একাডেমীর কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলের নিরলস ভূমিকা নি:সন্দেহে প্রশংসনীয়।

প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের সুস্বাস্থ্য, ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতা ও সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

মো: লুৎফুল আজীম

Scanned with CamScanner

পরিচালক
বিসিএস (কর) একাডেমী
ও
কোর্স পরিচালক
বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৮-২০১৯

কোর্স পরিচালকের কথা

সমৃদ্ধির উষালগ্নে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন দেখে দৃঢ় পদক্ষেপে শক্তিশালী অর্থনীতির দিকে ধাবিত হওয়ার। এই অগ্রযাত্রায় প্রাণশক্তি সঞ্চার করে চলেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। তলাবিহীন ঝুড়ি হতে আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ার অগ্রযাত্রায় জাতীয় রাজস্ব আহরণে সম্পৃক্ত মানবসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম।

মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। জাতীয় রাজস্ব আহরণে নিয়োজিত মানবসম্পদের উন্নয়নে কারিগরের ভূমিকায় অবতীর্ণ বিসিএস (কর) একাডেমী। ৩৬তম ব্যাচের ৩৭ জন এবং ৩৪তম ব্যাচের ০৩ জন মোট ৪০ জন নবীন সহকারী কর কমিশনারদের ০৬ মাস মেয়াদী বিভাগীয় বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স গোধূলিলগ্নে এসে পৌঁছেছে। শুরু থেকেই এই একাডেমী এক ঝাঁক সৎ, দক্ষ, আন্তরিক, শৃঙ্খলাপরায়ণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মকর্তা গড়ে তোলার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়, সম্মানিত সদস্য মহোদয়গণ এবং সাবেক ও বর্তমান মহাপরিচালক মহোদয়ের সার্বক্ষণিক নির্দেশনায় প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

বিগত ছয় মাস প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণের একটি নিশ্ছিদ্র চাদরে মুড়িয়ে রাখা হয়েছিল। নিপুণ ও কৌশলী কর্মকর্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে এই একাডেমী দক্ষ ও মেধাবী প্রশিক্ষক দ্বারা রাজস্ব আহরণ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের পাঠদান সম্পন্ন করেছে। একাডেমিক বিষয়গুলোর পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে শুদ্ধাচার, ঐক্যবদ্ধতা, নেতৃত্ব, নিয়মানুবর্তিতা ও সৃজনশীলতা বিকশিত করার উদ্দেশ্যে একাডেমী আয়োজন করেছে চট্টগ্রাম ও খুলনা শিক্ষাসফর। পাশাপাশি দলগত মনোভাব বৃদ্ধি করার জন্য তাদেরকে গাজীপুরের **বেইসক্যাম্পে** প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নবীন কর্মকর্তাদের আয়কর বিষয়ক ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আয়কর মেলা ২০১৮ এ অংশগ্রহণ ও কর অঞ্চল-৮, ঢাকায় সার্কেল সংযুক্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সঞ্জীবনী শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াসে আয়োজন করা হয়েছে পিঠা উৎসব, বনভোজন ও ইনডোর গেমস। তাদেরকে আরও যুগোপযোগী করার জন্য প্রদান করা হয়েছে গাড়ি চালনা বিষয়ক **(মোটর ড্রাইভিং)** প্রশিক্ষণ। প্রতিটি সফর ও অনুষ্ঠানে একাডেমী ইউনিফর্মড ড্রেসকোডের ব্যবস্থা করেছে। ক্রেস্ট প্রদানের প্রথাগত রেওয়াজের সাথে এবারেই প্রথম প্রবর্তন করা হচ্ছে প্রথম স্থান অধিকারী প্রশিক্ষণার্থীকে **"মহাপরিচালক পদক"** প্রদান। নবীন কর্মকর্তাগণ 'মেস রজনী' তে মনোমুগ্ধকর এক পরিবেশনা উপহার দিয়েছেন। প্রশিক্ষণের এই সমাপ্তিলগ্নে তারা প্রকাশ করতে যাচ্ছে তাদের প্রশিক্ষণকালীন অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিসংবলিত স্মরণিকা **'অন্বেষণ'**। আমি আনন্দিত।

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে নিজেদেরকে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে সততার সাথে কর্মক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও প্রতিভাকে ছড়িয়ে দিবে তারা- এ আমার শুধুই প্রত্যাশা নয়, এ আমার মুষ্টিবদ্ধ বিশ্বাস। ৩৬ তম ব্যাচের সকল কর্মকর্তাদের বন্ধন আজীবন অটুট থাকুক এবং এই স্মরণিকার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মধুর দিনগুলি তাদের মনে চিরঅম্লান হয়ে থাকুক। তাদের সকলের ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতা ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

আহসান হাবিব

Scanned with CamScanner

সম্পাদকীয়

আমাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিলো শরতের আগমনীতে, শেষ হচ্ছে বসন্তে। এ বসন্ত ভিন্নতর ইঙ্গিতবহ, এ বসন্তেই আমাদের ৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের সহকারী কর কশিনারগণের পেশাগত জীবনের নব উন্মেষ হলো, উন্মোচিত হলো দেশমাতৃকার সেবায় প্রত্যক্ষ অবদান রাখার অবারিত সিংহদ্বার।

আমরা নবীন কর্মকর্তাগণ গৌরবময় বিসিএস (কর) ক্যাডারের সুযোগ্য উত্তরসূরী। গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যের ধারক বিসিএস (কর) একাডেমীতে আমরা ছয় মাসব্যাপী বিভাগীয় বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের কর্মমুখী বিষয়গুলো সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছি। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের নবীনদের মধ্যে দেশপ্রেম, সাহসিকতা, পেশাদারিত্ব ও মূল্যবোধের গুণাবলি সঞ্চারিত হয়েছে। একাডেমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি আমরা ৩৬তম বিসিএস (কর) ব্যাচ নানামুখী সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছি, যা আমাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রশিক্ষণকালীন স্মৃতি চির অম্লান করে রাখার লক্ষ্যেই আমরা 'অন্বেষণ' নামের একটি বর্ণিল স্মরণিকা প্রকাশ করেছি। এ স্মরণিকায় আমাদের সকলের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও ছবি সন্নিবেশিত হয়েছে, যা আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় ও সুসংহত করবে।

দীর্ঘ ছয় মাস আমাদের পথচলার বাতিঘর হয়েছিলেন বিসিএস (কর) একাডেমীর বর্তমান সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ লুৎফুল আজীম এবং সাবেক সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব বজলুল কবির ভূঞা। তাঁদের প্রতিনিধিত্ব এবং আমাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন বিসিএস (কর) একাডেমীর সম্মানিত পরিচালক জনাব আহসান হাবীব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি কৃতজ্ঞ- একদল দৃঢ়প্রত্যয়ী, সুশৃঙ্খল ও আত্মবিশ্বাসী সহকর্মীকে স্যুভেনির কমিটির প্রতিটি কাজে পরম আস্থায় পাশে পেয়ে। স্মরণিকায় কোনো ধরণের সম্পাদনা ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

Muhit

মির্জা আরসালান মুহিত

Scanned with CamScanner

সম্পাদনা পর্ষদ

মির্জা আরসালান মুহিত

মোসাঃ তানজিনা সাথী

এস. এম. নজরুল ইসলাম

মোঃ ফিরোজ কবির

নাজমুন নাহার

এস. এম. আব্রাহাম লিংকন

মুনিয়া সিরাত

তনুশ্রী চন্দ

Scanned with CamScanner

অন্বেষণ

প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের পরিচিতি

Scanned with CamScanner

মির্জা আরসালান মুহিত

Name	:	Mirza Arsalan Muhit
জন্ম তারিখ	:	১৬ জুন, ১৯৮৯
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	এমবিএ
নিজ জেলা	:	দিনাজপুর
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৯৭-৫১৩১৮৬
ই-মেইল	:	mirza.muhit@yahoo.com
প্রিয় উক্তি	:	নিজেকে জানো

National Board of Revenue
36TH BCS TAXATION FAMILY

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

মোঃ ফারুক হোসেন

Name	:	Md. Faruq Hossain
জন্ম তারিখ	:	০৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	ভূতত্ত্ব
নিজ জেলা	:	বগুড়া
ব্লাড গ্রুপ	:	AB (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭১৬-৯৬৮৩১৯
ই-মেইল	:	lotus.du@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	There is no second chance in life.

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

মোঃ জোনায়েদ হোসেন

Name	:	Md. Jonayed Hossain
জন্ম তারিখ	:	০৩ জানুয়ারি, ১৯৮৯
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	গণিত
নিজ জেলা	:	কুমিল্লা
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৬১৫-৮৮৯৭৪৭
ই-মেইল	:	iamjonayed@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	'Every action has an equal and opposite reaction'-Sir Isaac Newton.

National Board of Revenue
36TH BCS TAXATION FAMILY

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

আয়শা আক্তার

Name	:	Aysa Akter
জন্ম তারিখ	:	০৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	লোক প্রশাসন
নিজ জেলা	:	মাদারীপুর
ব্লাড গ্রুপ	:	A (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭২৭-৮৯১৩৯৩
ই-মেইল	:	aysaalam8993@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"After thunder comes Rain"

Scanned with CamScanner

অর্পা বণিক

Name	:	Arpa Banik
জন্ম তারিখ	:	২০ অক্টোবর, ১৯৯০
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	ইংরেজি
নিজ জেলা	:	সুনামগঞ্জ
ব্লাড গ্রুপ	:	A (-ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৫৬-৫০০৪১০
ই-মেইল	:	arpabanik05@yahoo.com
প্রিয় উক্তি	:	"To be or not to be, that is the question"

Scanned with CamScanner

মোঃ ফিরোজ কবির

Name	:	Md. Firoz Kabir
জন্ম তারিখ	:	০৯ জানুয়ারি, ১৯৯০
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	রাষ্ট্রবিজ্ঞান
নিজ জেলা	:	রংপুর
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৫১৫-২৪১৮৭৩
ই-মেইল	:	kmfiroz.fk@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"আমি রাজস্ব দফতরের করুণ কেরানি মাছি-মারা তাড়া খাওয়া"– শামসুর রাহমান

Scanned with CamScanner

নাজমুন নাহার

Name	:	Nazmun Nahar
জন্ম তারিখ	:	১৫ আগস্ট, ১৯৯০
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	EMBA (DU), BBA (KU)
নিজ জেলা	:	খুলনা
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৯৬-২৫৮৫৬৭
ই-মেইল	:	mailtonazmun@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

মোঃ সোহেল রানা

Name	:	Md. Shohel Rana
জন্ম তারিখ	:	১৮ নভেম্বর, ১৯৮৯
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	মাইক্রোবায়োলজি
নিজ জেলা	:	কুমিল্লা
ব্লাড গ্রুপ	:	A (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৬৩১-৬০১২৫৯
ই-মেইল	:	ranamibjnu@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে"

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

তাসনিম আরা সায়মা

Name	:	Tasnim Ara Shayma
জন্ম তারিখ	:	১০ ডিসেম্বর, ১৯৯০
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	সমাজবিজ্ঞান
নিজ জেলা	:	রংপুর
ব্লাড গ্রুপ	:	A (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৪৪-৪৫৬৮৫৮
ই-মেইল	:	tasnimshayma@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"Beauty is truth, truth is beauty"

Scanned with CamScanner

এস,এম, নজরুল ইসলাম

Name	:	S.M. Nazrul Islam
জন্ম তারিখ	:	১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	ফিন্যান্স
নিজ জেলা	:	মাদারীপুর
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৫২০-০৮৫১৭০
ই-মেইল	:	nazrulislam.fin.du@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"Know thyself"

-Philosopher Socrates

National Board of Revenue
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
বাংলাদেশ সরকার
36TH BCS TAXATION FAMILY

Scanned with CamScanner

ইমাম তৌহিদ হাসান শাকিল

Name	:	Imam Thauhid Hasan Shakil
জন্ম তারিখ	:	০৮ ডিসেম্বর, ১৯৯১
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	ফিন্যান্স
নিজ জেলা	:	গাইবান্ধা
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৫০-৭৭৯১৩৩
ই-মেইল	:	i.t.h.shakil@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"স্বপ্ন সেটা নয়, যেটা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন তো সেটাই- যা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না।"

National Board of Revenue
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
36TH BCS TAXATION FAMILY

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

মোসা: তানজিনা সাথী

Name	:	Mst. Tanjina Sathi
জন্ম তারিখ	:	৩০ আগস্ট
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	আই বি এ (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)
পঠিত বিষয়	:	MBA (Major Finance & Banking)
নিজ জেলা	:	বরগুনা
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৯৫৩-২০০৪৯৮
ই-মেইল	:	tanjin.nbr36@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"আনন্দে বাঁচো, বিবেক কি বলে শোনো"

Scanned with CamScanner

মোঃ গোলাম কিবরিয়া

Name	:	Md. Golam Kibria
জন্ম তারিখ	:	৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯২
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	ফার্মেসি
নিজ জেলা	:	ময়মনসিংহ
ব্লাড গ্রুপ	:	A (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৫২০-০৯০৫৯৪
ই-মেইল	:	kibria8350@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	At first judge yourself then judge others.

Scanned with CamScanner

মুনিয়া সিরাত

Name	:	Munia Sirat
জন্ম তারিখ	:	২৬ অক্টোবর, ১৯৯২
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা
নিজ জেলা	:	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ব্লাড গ্রুপ	:	A (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৯২৪-৮৫৫০৮৩
ই-মেইল	:	muniasirat@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়"

Scanned with CamScanner

ফারহাত তাসনীম

Name	:	Farhat Tasnim
জন্ম তারিখ	:	০৭ জুন, ১৯৯১
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
নিজ জেলা	:	খুলনা
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৫৫৮-১৪১৪০৮
ই-মেইল	:	farhat.tasnim@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"অলৌকিক আনন্দের ভার, বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার।," - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

National Board of Revenue
36TH BCS TAXATION FAMILY

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

এস.এম. হাসানুল হক সুমন

Name	:	S.M. Hasanul Huque Suman
জন্ম তারিখ	:	০৭ মে, ১৯৮৮
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	পদার্থ বিজ্ঞান
নিজ জেলা	:	টাঙ্গাইল
ব্লাড গ্রুপ	:	A (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭১৪-৭৭৪৯৩০
ই-মেইল	:	hasanulact36@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যাও, যেন ঈশ্বর প্রতিটি ইচ্ছে পূরণ করার আগে জিজ্ঞেস করে, "বলো তুমি কী চাও?"

National Board of Revenue
36TH BCS TAXATION FAMILY

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

মোঃ মারফত আলী

Name	:	Md. Marfat Ali
জন্ম তারিখ	:	০৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৮
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	ইংরেজি
নিজ জেলা	:	কুষ্টিয়া
ব্লাড গ্রুপ	:	A (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৬৮-৮০৭৩৩১
ই-মেইল	:	mmarfatali@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	সৎ হওয়ার চেয়ে মানবিক হওয়া জরুরী।

National Board of Revenue
36TH BCS TAXATION FAMILY

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

রাফাত তাহমিদ খান

Name	:	Rafat Tahmid Khan
জন্ম তারিখ	:	৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯১
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ
পঠিত বিষয়	:	এমবিবিএস
নিজ জেলা	:	টাঙ্গাইল
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭১১-৪১৮৪৭৫
ই-মেইল	:	nishshongo.violin@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	কখনো পর হই না, কেউ আপনও করে না

Scanned with CamScanner

কাজী ফারজানা লীনা

Name	:	Kazi Farjana Lina
জন্ম তারিখ	:	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	পরিসংখ্যান
নিজ জেলা	:	রংপুর
ব্লাড গ্রুপ	:	A (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৬৪-৯৬৬৭৪৫
ই-মেইল	:	farjanalina2003@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র নানা ভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র।"

Scanned with CamScanner

সোহানা আফরোজ সাঈদ

Name	:	Sohana Afroze Sayeed
জন্ম তারিখ	:	০১ জুন, ১৯৯১
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
পঠিত বিষয়	:	মেডিকেল সায়েন্স
নিজ জেলা	:	ঢাকা
ব্লাড গ্রুপ	:	A (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৯০-২২৩২৯৩
ই-মেইল	:	sohanaeahsan@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"Life is not life without delight."

Scanned with CamScanner

নুসরাত ফারজানা ওহী

Name	:	Nusrat Farzana Ohi
জন্ম তারিখ	:	২৪ অক্টোবর, ১৯৯১
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস
নিজ জেলা	:	সাতক্ষীরা
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৯২৮-১৬৮২৫৭
ই-মেইল	:	nusrat_ais@yahoo.com
প্রিয় উক্তি	:	When life is sweet, say thank you and celebrate. When life is bitter, say thank you and grow.

Scanned with CamScanner

কাজী ইছায়েদ হোসেন

Name	:	Kazi Esaed Hossain
জন্ম তারিখ	:	০৬ ডিসেম্বর, ১৯৯১
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল
নিজ জেলা	:	মুন্সীগঞ্জ
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭১৬-১০৫৫৭৭
ই-মেইল	:	kaziesaed@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	Success is when your "Signature" changes to "Autograph"

Scanned with CamScanner

এনামুল ইসলাম

Name	:	Enamul Islam
জন্ম তারিখ	:	০২ আগস্ট, ১৯৮৬
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	Applied Chemistry & Chemical Engineering.
নিজ জেলা	:	মাদারীপুর
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭১২-৭১০৭৭৫
ই-মেইল	:	eikhan0.172@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	মানুষ মরে গেলে পঁচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে অকারণে বদলায়, সময়ে-অসময়ে বদলায়।

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

সুমন মিয়া

Name	:	Shuman Miah
জন্ম তারিখ	:	০৩ মে, ১৯৯০
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	সমাজবিজ্ঞান
নিজ জেলা	:	ময়মনসিংহ
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৫১৬-১৬১০৫৮
ই-মেইল	:	miah.shuman90@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	জন্ম সৃষ্টির লক্ষ্যে (Born to build)

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

মোঃ আতাউর রহমান

Name	:	Md. Ataur Rahman
জন্ম তারিখ	:	০১ জানুয়ারি, ১৯৮৯
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	শাহ্‌জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
পঠিত বিষয়	:	মার্কেটিং
নিজ জেলা	:	হবিগঞ্জ
ব্লাড গ্রুপ	:	AB (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭১১-৯৭১২১৭
ই-মেইল	:	ataurrahmancso@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"নিজেকে যে ভালবাসতে পারে না সে কাউকে গ্রহণ করতে পারে না।" কালবেলা সমরেশ মজুমদার

Scanned with CamScanner

মোঃ সালেকুল ইসলাম (বিপ্লব)

Name	:	Md. Salekul Islam Biplob
জন্ম তারিখ	:	১৭ এপ্রিল, ১৯৮৮
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	কারমাইকেল কলেজ, রংপুর
পঠিত বিষয়	:	উদ্ভিদবিদ্যা
নিজ জেলা	:	লালমনিরহাট
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭১৭-৪১৩৬৪৮
ই-মেইল	:	salekulislambiplob@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"বেশিরভাগ মানুষ সমস্যা নিয়ে অভিযোগ করেই বেশি সময় নষ্ট করে, যা সত্যিকার কাজে লাগালে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।" হেনরি ফোর্ড

Scanned with CamScanner

শান্তা ধর

Name	:	Shanta Dhar
জন্ম তারিখ	:	১২ নভেম্বর, ১৯৯০
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	উদ্ভিদবিদ্যা
নিজ জেলা	:	চট্টগ্রাম
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৬৪-৯৯৩৭০০
ই-মেইল	:	shantadhar.1211@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"Keep your face to the sunshine and you cannot see a shadow."

Scanned with CamScanner

নুশরাত জাহান শমী

Name	:	Mst. Nusrat Zahan Soome
জন্ম তারিখ	:	১২ ডিসেম্বর
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	লোক প্রশাসন
নিজ জেলা	:	নাটোর
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	
ই-মেইল	:	
প্রিয় উক্তি	:	"Pain is the outcome of sin." Buddha

Scanned with CamScanner

ক্রিষ্টিনা চাকমা

Name	:	Cristina Chakma
জন্ম তারিখ	:	২০ ডিসেম্বর, ১৯৯০
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	অর্থনীতি
নিজ জেলা	:	রাঙ্গামাটি
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৫২১-৪৮৮৭২৬
ই-মেইল	:	cristina_chakma@yahoo.com
প্রিয় উক্তি	:	"But I have promises to keep, And miles to go before I sleep" Robert Frost.

Scanned with CamScanner

উম্মে আয়মান কাশমী

Name	:	Umme Ayman Kashmi
জন্ম তারিখ	:	১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯২
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	ইংরেজি
নিজ জেলা	:	কুমিল্লা
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৪২-০৫১০৮৭
ই-মেইল	:	kashmidu@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"Don't grieve. Anything you lose comes round in another form." - Rumi

Scanned with CamScanner

ফয়সাল সাইফুদ্দিন আহম্মেদ

Name	:	Faisal Saifuddin Ahammad
জন্ম তারিখ	:	০৫ নভেম্বর, ১৯৮৬
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	নরসিংদী সরকারী কলেজ (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
পঠিত বিষয়	:	বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য)
নিজ জেলা	:	কিশোরগঞ্জ
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৯১৩-৯৯৪৯২৬
ই-মেইল	:	faisal170913@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"Nobody is superior, nobody is inferior, but nobody is equal either; people are simply unique, incomparable. You are you, I'm I."

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

তনুশ্রী চন্দ

Name	:	Tanushri Chanda
জন্ম তারিখ	:	০৮ নভেম্বর, ১৯৯০
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	ফিন্যান্স
নিজ জেলা	:	বাগেরহাট
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৯৮-৫৬৪৯৭৮
ই-মেইল	:	chandapinky54@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"The secret of life is to fall seven times and to get up eight times" – Paulo Coelho

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

এস.এম. আব্রাহাম লিংকন

Name	:	S.M. Abraham Lincoln
জন্ম তারিখ	:	০৩ ডিসেম্বর, ১৯৯২
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	বিবিএ, এমবিএ (ম্যানেজমেন্ট)
নিজ জেলা	:	নড়াইল
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৬৭৩-৬০৩২৬৩
ই-মেইল	:	abrahambd71@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence."

Charles Bukowski

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

মোঃ মাসুম বিল্লাহ

Name	:	Md. Masum Billah
জন্ম তারিখ	:	০১ ডিসেম্বর, ১৯৮৯
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	পদার্থবিদ্যা
নিজ জেলা	:	পিরোজপুর
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৪৪-৬৮৫১৫৯
ই-মেইল	:	masumtax36@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving."

Scanned with CamScanner

এস.এম. সাঈদ এরাকাত

Name	:	S.M. Sayed Arakat
জন্ম তারিখ	:	১৫ আগস্ট, ১৯৯০
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	ইংরেজি সাহিত্য
নিজ জেলা	:	নওগাঁ
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৬০-৬৪৯১৯৯
ই-মেইল	:	arakatraj@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"Revenge is a kind of wild justice."

Scanned with CamScanner

ইসরাত জাহান চৌধুরী

Name	:	Israt Jahan Chowdhury
জন্ম তারিখ	:	
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	ভূগোল ও পরিবেশ
নিজ জেলা	:	বগুড়া
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৯২১-০৩৬৫৩৫
ই-মেইল	:	israt1219@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"A thing of beauty is a joy for ever."

Scanned with CamScanner

মোঃ মাহমুদুল হাসান

Name	:	Md. Mahmudul Hasan
জন্ম তারিখ	:	০৪ জুলাই, ১৯৯১
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা
নিজ জেলা	:	দিনাজপুর
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭২৯-১০৩৯২২, ০১৫১৬-৭২৭৭৩৮
ই-মেইল	:	mintu.ru7@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	"Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it."

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

ফারহানা উম্মে হাবিবা

Name	:	Ferhana Umme Habiba
জন্ম তারিখ	:	২৫ ডিসেম্বর
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	সমাজবিজ্ঞান (এম.এস.এস)
নিজ জেলা	:	ঢাকা
ব্লাড গ্রুপ	:	B (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭১০-৪৯৬৬৭১
ই-মেইল	:	ferhanahb@yahoo.com
প্রিয় উক্তি	:	নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি (Indeed, with every difficulty, there is relief)

Scanned with CamScanner

তোফায়েল আহমেদ

Name	:	Tofayel Ahmed
জন্ম তারিখ	:	০১ জুন, ১৯৯০
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	সমাজ কল্যাণ
নিজ জেলা	:	বগুড়া
ব্লাড গ্রুপ	:	A (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭৩১-৯৪৯৩৫৩
ই-মেইল	:	tofayel.du@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	সত্য, সুন্দর ও নৈতিকতার আবর্তে মানুষ হয়ে উঠুক মানবিক।

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

মোঃ মফিজুর রহমান মিনহাজ

Name	:	Md. Mofizur Rahman Minhaz
জন্ম তারিখ	:	১৭ নভেম্বর, ১৯৮৫
সর্বশেষ বিদ্যাপীঠ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পঠিত বিষয়	:	গভার্নেন্স স্টাডিজ
নিজ জেলা	:	ফরিদপুর
ব্লাড গ্রুপ	:	O (+ve)
মোবাইল নম্বর	:	০১৭১১-৫২৩৩১৩
ই-মেইল	:	rminhaz1064@gmail.com
প্রিয় উক্তি	:	নিজের মনকে পরিষ্কার রাখো।

অন্বেষণ

Scanned with CamScanner

বোধন

Scanned with CamScanner

Taxation and Contemporary Issues: A Few Words to My Beloved Trainee Officers

Iqtiaruddin Md. Mamun, PhD, FCMA
First Secretary (Tax Policy)
National Board of Revenue

Today – February 22, 2019 – is the 21st anniversary of my joining in Bangladesh Civil Service (BCS). Exactly, 21 years back on this day I joined in BCS (Taxation) Cadre as an Assistant Commissioner of Taxes (ACT). Still, the memory is afresh to me. Many a time, I ruminate the early days of my service, become nostalgic and in the timeless and boundless world of reminiscence go back to my past days. It seems to me just on the other day I was a trainee officer in BCS (Tax) Academy. I actually envy the youthfulness of my beloved young, smart trainee officers and badly desire – could I have been like you again!! However, such impossibility is the reality and fact of life, notwithstanding its cruelty.

The state of life is essentially the outcome of time. As the time passes, we move from one stage of life to another. The fundamental difference between the different stages of life is time. Once a child, with the flow of time, becomes old. On the contrary, an old, once upon a time, was a child. An exquisite beautiful young lady or a handsome young man – highly valued as cynosures or celebrities - lose glamour as they move along the timeline andat the end may languish totally uncared, unnoticed in the old home as old haggard. Once a powerful, highly adulated bureaucrat is not unlikely to be ignored after retirement. A retired bureaucrat is thus reported to lament his present state ruminating the past as saying – after the chess game is over the queen and pawns are kept in the same box. In essence, in this mundane world we are at the clutches of time that we can't overcome no matter how hard we try or how eagerly we desire. Thusthe direct linkage and dictate of time to value, merit, substance, and importance of life makes us aware of the transitory nature of this world. It teaches us not to abuse and be boastful of today's fortune, capacity and capability in view of obvious misfortune, incapacity and incapability of tomorrow; rather to apply the bounties of today to make the tomorrow better for the posterity in order to be remembered in honour by them.

While talking to my beloved trainee officers, I emphasized repeatedly that we occupy varied positions in the organizational hierarchy only because we stand at different positions in the time horizon. Since we pass through the same procedure and follow the same pathway as our predecessors did, with the elapse of time,as successors, each of us will end up the fate of our predecessors. From this perspective, what position we occupy in the organizational hierarchy does not matter much, rather how effective and efficient we are at our respective position actually matters. Therefore, what contribution we can make to revenue mobilization and hence to nation building is independent of our respective positions in the organizational structure; rather it critically hinges on our individual knowledge, skill, efficiency, attitude, values, and commitment to the nation. Undeniably, we – the civil servants – are among the fortunate few of this country and belong to the privileged group. Given the present socio-economic status and resource constraints

Scanned with CamScanner

of this country, in my view, we have very limited scope to be dissatisfied with regard to our position and the aggregate benefits we reap out of it. In this perspective, the pertinent question shall be- what outputs we are rendering in exchange of what are receiving, not the other way round. Does our outputs commensurate to the receipts? This question implies the role of the government, in general, in the premises of market economy and that of a taxman, in particular, as an important component of state machinery. In present days when the emphasis is more on the private sector led economic growth the prime role of the government is to address the market failure providing public goods which, in turn, are the basic condition for capital accumulation and the private sectors to thrive on. Nevertheless, since the ability to pay the price and efficiency dictates the destination of resources and hence income, the disadvantaged, inefficient folk of the society will extinct notwithstanding chaos, confusion, disorder in the society,if they are left only to the disposal of market.On these counts, taxman and for that matter taxation proves to be the inevitable tool of the government for mobilizing internal resources in order to ensure the provision of required public goods and redistributing income from the rich to the poor and thereby to maintain equity and social justice and to save the society from anarchy which, in turn, is the essential condition for uninterrupted economic development.

In many discourses with my beloved trainee officers, I pointed out that government has the first claim and for that matter, the citizen of the state, in general, have share on the income generated within the taxing jurisdiction of the state.The government realizes such claim and, hence, the share of income of the citizen through taxation. The people of the country, in essence, repose their trust and confidence on us – the taxmen – in order to realize their share of income. This is tantamount to a contract between us – the taxmen – and the people of the country. Accepting the job of a taxman we have essentially entered into a contract with the people of the country to act on their behalf in realizing their due share in the income arising within the taxing jurisdiction of the country. Therefore any lapses or inaction on our part in discharging our duties as a taxman will deprive the people from their due share of income and we will be accused of breach of contract with the people. In this regard the prime requirement for us to act as a competent, bona fide agent of the people at large is to acquire proper knowledge and skill that encompasses the job of a taxman along with firm commitment to the people.

The very dynamic nature of the issues relating to taxation is continuously changing the terrain through which the taxmen have to trek in their professional pursuit. This is further reinforced with the globalization and digitalization of the economy. As a result, particularly in the present context of the taxation system of Bangladesh automation and international taxation issues are becoming more prominent. To face the challenges of the coming days, today's trainee officers should acquire necessary skill in these areas vis–a-vis present taxation system shall be modernized with ample administrative expansion and putting adequate logistics as well as incentives for the taxmen in place. More importantly, automation of the existing taxation system integrating it with various sectors of the economy – financial sector in particular – is the basic condition for fulfilling the ever increasing need of internal resources mobilization in coming days.

In contrast to the legal compulsion of paying taxes, voluntary compliance version of paying taxes

Scanned with CamScanner

is emphasized more in present days. Humanity aspect of taxation, on the other hand, is inextricably linked to the voluntary compliance version of paying taxes. In essence, the aspect of humanity is ingrained in the total process of taxation - ranging from paying and collecting taxes to the use of fund raised as taxes. In addition to the provision of public goods and other development works, tax money is used to support and for the welfare of suffering humanity and from this perspective, paying taxes taxpayers are essentially championing the cause of humanity. From the aspect of humanity, the taxpayers may derive satisfaction viewing that the money they paid as taxes is supporting vulnerable groups of the society, providing education, healthcare to the groups who would be otherwise deprived of these services and such satisfaction would be greater than that could be derived from the consumption of goods and services spending the same amount of money paid as taxes. What essentially need at this juncture to promote voluntary compliance is to stir basic human instinct of the taxpayers through proper campaign and effective actions - good governance. However, the most important segment of this argument is linked to the collection process of taxes. As a taxman, we should uphold the ideal of humanity shunning the scheme of harassing the taxpayers in every sense of the term while collecting taxes. If the aspect of humanity is propelled by all the parties - taxpayers, taxmen, and the users of tax money voluntary compliance willgain huge momentum and taxation in Bangladesh will reach to unique height.

As a final note of this article, I would like to congratulate my beloved trainee officers on your successful completion of the training course at BCS (Tax) Academy. Obviously, this is a joyful moment and I am happy to join with you in your success as joy shares joy doubles, sorrow shares sorrow halves. For the last six months, almost on every working day from 9 to 10:15 in the morning I have been with you discussing the subject – Accounting and exchanging views on many issues. I learnt a lot and was highly benefitted sharing ideas with you. Your company pleases me immensely. Taxation is my profession but teaching is my passion. I love to teach. You are the third BCS (Taxation) cohort I taught Accounting. Besides you, I taught Accounting to the ACTs of the 33rd and 34th batches of BCS (Taxation). If you benefit anything from my teaching, apply that in mobilizing revenue and helping the taxpayers with a view to forging long term friendly relationship with them and earning their trust and confidence and thereby bringing positive changes in the culture of taxation service. I have fathomless belief in your capability and creativity. I wish you good luck and all success in life. Stay fine my beloved trainee officers!!!

Scanned with CamScanner

জনপদ ও আগন্তুক

মোঃ শব্বির আহমদ
যুগ্ম কর-কমিশনার

অবশেষে ঈশ্বর ঐ জনপদে একজন দেবদূত পাঠাতে রাজী হলেন। জনপদটির প্রকৃতি রুক্ষ, প্রাণহীন। পাথুরে মাটি, মৌসুমের কৃপণ বৃষ্টিতে ফলন হয় সামান্য, তাও বছরে মাত্র একবার। সিকিপেটা আধাপেটা খেয়ে দিন যায় হাভাতে মানুষগুলোর। হয়তো সেকারণেই, শস্য তোলার সাথে সাথে এরা হয়ে যায় বল্গাহীন। শস্য দিয়ে মদ কেনে। রংঢং কেনে। দশদিন জুড়ে নবান্নের মাতাল উৎসব চলে।

উৎসব শুকিয়ে যাওয়ার পর আবার সেই বুভুক্ষু সময়। মানুষগুলোর বুদ্ধি বিবেচনাও শস্যের মতো কৃপণ। নির্বোধ স্বার্থপর। সারাদিন ফ্যাসাদ করে; হিংসা করে। ঈশ্বরকে তারা ভুলেই গেছে, হয়তো ঈশ্বরও তাদেরকে।

একদিন ভিনগ্রহের একটা আকাশযান জনপদের উপর দিয়ে উড়ে গেল। আকাশযানের জানালা গলে শরীরচর্চার একটা গ্রন্থ টুপ করে পড়ে গেল জনপদের বিরান মাঠে। খাবারের খোঁজে মাঠে থাকা একদল হাড় জিরজিরে উৎসুক তরুণ তা কুড়িয়ে নিয়ে এলো জনপদে। প্রবীণ একজন বললেন, "এ গ্রন্থ মনে হয় ঈশ্বর ফেলেছেন। আমরা ঈশ্বরকে ভুলে গেছি, উপাসনা ভুলে গেছি; তাই জনপদের এ দুর্গতি। গ্রন্থ জুড়ে যে আঁকাউকি, এগুলো নিশ্চয়ই উপাসনার আসন। ঈশ্বর চাইছেন আমরা উপাসনা করি। তখন তিনি আমাদের সাহায্য করবেন"।

জনপদে কোলাহল পড়ে গেলো। বিরান মাঠে উপাসনার গণআয়োজন হলো, বিভিন্ন আসনের 'উপাসনা' হলো। জনপদের সে প্রবীণ লোক পরিচালনাটা ভালোই করলেন। ঈশ্বরের সভার এক তরুণ সভাসদ ঘটনাচক্রে এসময় মর্তলোকে পলক ফেলছিলেন। হতচ্ছাড়া জনপদটা তার নজরে এলো।

ঈশ্বর বসে আছেন তার সভাসদবর্গ নিয়ে। সবার চোখে মুখে স্বর্গীয় প্রশান্তি, কেবল তরুণ সভ্যটির মেজাজ ঠিক নেই। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "মহামতি ঈশ্বর, আমি ঐ শস্যবর্জিত জনপদের কথা বলছি। এ কেমন অনৈশ্বরিক নির্লিপ্ততা আপনার! ঐ জনপদের মানুষেরা নারী শিশু বৃদ্ধরা কী কষ্টে আছে আপনি তা দেখছেন না?"

প্রবীণ এক সভাসদ বিরক্ত হলেন। "ওরা তো আমাদের ভুলে গেছে; অবাধ্য হয়েছে। ওদের জন্য এতো দরদ কেন?" ঈশ্বর জানেন, তরুণ সভ্যটি একটু বেশিই আবেগপ্রবণ। স্বর্গলোকের নিয়মকানুন বুঝতে চায়না। বললেন; "প্রিয় তরুণ সভাসদ, আপনি স্বর্গলোকের 'প্রথম নিয়ম' জানেন: আমরা প্রত্যেক জনপদকে নিজের মতো চলতে দেই। কারো কাজে হস্তক্ষেপ করিনা। কোনো জনপদ তাই লাভ করে, যা তারা অর্জন করে।"

তরুণ সভাসদ জনপদের গণউপাসনার কথা পাড়লেন। "জনপদের বিপর্যস্ত মানুষগুলো ওভাবে অন্তরের গভীর হতে সাহায্য চাইছে, স্বর্গলোক চুপ করে থাকতে পারে?" ঈশ্বর দেখলেন, তার তরুণ সভাসদটি নাছোড়বান্দা।

জনপদের বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়ের বৃদ্ধ শিক্ষক স্বপ্নে জানলেন, ঈশ্বর একজন দেবদূত পাঠাচ্ছেন। জনপদে শোরগোল পড়ে গেল। বিরান মাঠের পল্লবহীন ন্যাড়া বৃক্ষের তলায় কথামালার আসর বসলো। দেবদূত দেখতে কেমন, কখন আসবে, স্বর্গীয় বহরে কী কী থাকবে- এসব নিয়ে অহর্নিশ আলোচনা।

সময় গড়ায়। দেবদূতের দেখা মিলেনা। বৃদ্ধ শিক্ষকের কাছে সবাই ভীড় করে। দেবদূত কোন পথে কতদূর এসেছে তার কোন খবর স্বপ্নে ধরা দিয়েছে কি না জানতে চায়। বেচারা বৃদ্ধ শিক্ষক স্বপ্নে দেবদূতকে ধরার অনেক কসরৎ করে। কিন্তু দেবদূত আর আসেনা। তবু সবাই অপেক্ষায় থাকে। স্বপ্নের যত কথা তা নিয়ে কারো কারো মনে সংশয় উঁকি দিতে চায়, কিন্তু কেউ তা বাড়তে দেয়না। দেবদূতকে যে ভারী প্রয়োজন।

দিন যায়। জনপদে আরো অনাহার আসে। অন্ধকার আসে। কষ্ট আসে। কিন্তু দেবদূত আর আসেনা।

বছর ঘুরে আবার নতুন শস্যের দিন আসে। সাথে মাতাল নবান্নও আসে।

Scanned with CamScanner

হাড় জিরজিরে তরুণের যে দলটি বিরান মাঠে একবার গ্রন্থ কুড়িয়ে পেয়েছিল, তারা নবান্ন উৎসবের মাঝে এক চন্দ্রালোক রাতে রাস্তায় একজন আগন্তুককে দেখে। বেশভূষা মুসাফিরের মতো; লম্বা আলখেল্লা, কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো। মায়াবী আলোতে আগন্তুকের চোখে তরুণদের চোখ পড়ে। এরকম প্রশান্ত দৃষ্টি আগে তারা কোথাও দেখেনি।

"আমি স্বর্গলোক হতে এসেছি।" আগন্তুক বলে। "দীর্ঘ পথ, অনেক হাঁটতে হয়েছে। বড্ড খিদেও পেয়েছে। একটু খাবার চাই।"

তরুণেরা অবাক হয়। স্বর্গলোক হতে তো দেবদূত আসার কথা, আলখেল্লাধারী মুসাফির নয়! জনপদের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসার কথা। এ যে উল্টো আমাদের কাছেই চাইছে! ধীরে ধীরে সবার কাছে খবরটা যায়। আগন্তুকের চার পাশে ভিড় জমে। নবান্নের আয়োজকরাও আসে।

"আমি স্বর্গলোক হতে এসেছি।" আগন্তুক আবার বলে। তার কথায় জনপদের লোকজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। নবান্নের আয়োজকদের একজন কর্কশ কণ্ঠে বলে, প্রমাণ কী? আগন্তুক অবাক হয়। এরা কী মানুষ গো! এত দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে কষ্ট করে এদের জন্য এসেছি, এ কেমন অভ্যর্থনা! মানুষগুলোকে সুবিধের মনে হচ্ছে না। কেমন ভালোবাসা বর্জিত মুখাবয়ব। এর মধ্যে দু'তিন জনকে মনে হয় মদের নেশায় ধরেছে; আগন্তুকের আলখেল্লায় টান দিচ্ছে। আলখেল্লাটা ছাড়িয়ে একটু সরে গিয়ে আগন্তুক বলে, "আচ্ছা, তবে প্রমাণ দিই। ঠিক তিনমাস সাত দিন আগে, যেদিন এ জনপদে নদীর পাড়ে হাট বসেছিল, রাতে জোৎস্না ছিল, সে রাতে বৃদ্ধ শিক্ষককে স্বপ্নে আমার আগমনের বার্তা দেয়া হয়েছে।"

সবাই চুপ হয়ে যায়। দিন তারিখ মিলে গেছে। আগন্তুক তাহলে মিথ্যেবাদী নয়।

নবান্নের আয়োজকরা এবার কৌতূহলী হয়। "ঈশ্বর মনে হয় আমাদের নবান্নের উৎসব দেখতে আপনাকে পাঠিয়েছেন। আমাদের কী লাগবে তা জানতে। এর পরে আরো কেউ নিশ্চয়ই আসবে শস্য নিয়ে, নবান্নের উৎসবের জন্য পানীয় নিয়ে। ঘুঙুর পড়া দাসী নিয়ে।"

আগন্তুক মাথা নাড়ে। "আর কেউ আসবেনা। স্বর্গলোক থেকে শস্য, পানীয়, দাসী– এসব আসে না। আসার নিয়ম নেই।"

এবার সবার মেজাজ বিগড়ে যেতে থাকে। ঈশ্বর কি মশকরা পেয়েছে? সবাই ভিতরে তেতে উঠছে। হাড় জিরজিরে তরুণদের একজন তবু ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "ঈশ্বর তাহলে আপনাকে কেন পাঠিয়েছেন?"

"আমি স্বর্গের জ্ঞান", আগন্তুক বলে। "ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন এ জনপদকে শেখাবার জন্য। সাহায্য করার জন্য।"

নবান্নের আয়োজকেরা ঈশ্বর আর তার দূতকে জঘন্য ভাষায় গালি দেয়; উৎসবটা মাটি করা হচ্ছে বলে। তারপর একে একে সবাই উৎসবের দিকে চলে যেতে থাকে। রাত এখনো অনেক বাকী! কিন্তু আগন্তুকের কথা শেষ হয়নি। তার কণ্ঠ আরো উঁচু হয়। মরিয়া হয়। "আমি মহাজ্ঞান। আমি দীর্ঘকাল হেঁটে এ জনপদে এসেছি সাহায্য করতে।"

"... আমি কর্ষণবিদ্যার নতুন জ্ঞান নিয়ে এসেছি, যা জানলে তোমরা বছর জুড়ে শস্য ফলাতে পারবে; কেউ আর অনাহারে থাকবে না। আমি এ জনপদকে সমৃদ্ধ করার প্রযুক্তি নিয়ে এসেছি। আমার কথা একটু শোন...।"

নবান্নের আয়োজকেরা নিজেদের আর সামলাতে পারেনা। তেড়ে আসে। আগন্তুক আর তার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জনপদে শেখা সব খিস্তি খেউর আওড়াতে থাকে। অতি উৎসাহী ক'জন আগন্তুকের দিকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে।

হাড় জিরজিরে তরুণের দলটি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মহামতি ঈশ্বর তরুণ সভ্যের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। জনপদের একমুঠো শুষ্ক মাটি আলখেল্লার ভেতর পুরে নিয়ে আগন্তুক ফেরার পথ ধরে।

Scanned with CamScanner

ভালবাসার তরী

এস. এম. আব্রাহাম লিংকন
সহাকারী কর কমিশনার

নদীর দুই ধার ঠেসে বেড়ে ওঠা ঘন কাশবনে দক্ষিণা বাতাসের ঝাপটা লাগতেই সাদা কাশফুলগুলো দুলে দুলে ওঠে যা দূর হতে দেখলে কৃত্রিম কোন স্রোতধারা বলে মনে হবে। কখনো কখনো সাদা বকের দেখা মিলত নদীর বুকে। নদীতে যৌবন ফিরে আসে সন্ধ্যার ঠিক আগ মুহূর্তে। নতুন বউয়ের সিঁথির সিঁদুরের ন্যায় দিগন্তের গাঢ় লাল বর্ণের সূর্যের প্রতিফলন নদীতে সৌন্দর্যের তুফান ডেকে আনে। অপরূপ এই খেলা চলে চারপাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগ পর্যন্ত।

সন্ধ্যার ঠিক আগে নদী আর প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য আমাকে খুব টানে। সারাদিন অপেক্ষায় থাকতাম নদীর এ মুগ্ধ করা দৃশ্য অবলোকনের। অবশ্য অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। তার বাড়ি ছিল আমাদের গ্রামের উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবহমান এই নদীর কিছুটা কোল ঘেঁষে। বাঁকানো চোখ দুটির মুখখানা ছিল একটু বেশি মায়াবী। অস্তগামী সূর্যের শেষ আভা যখন তার মুখে পড়ত আর বাতাসে ঢেউ খেলানো চুল যখন দোল খেত তখন আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতাম। ভিতরে ভিতরে আমি ভীষণ দুর্বল বোধ করতাম যেন নিমেষে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাব। সত্যি বলতে আমি ছিলাম ভাগ্যবান! সবার জীবনে এ মুহূর্ত আসে না।

তাকে দেখতে পেতাম মাত্র অল্প কিছু সময়ের জন্য। নিজেকে দেবদারু গাছের আড়ালে রেখে দুই হাত জড়ো করে বুকে সেঁটে কিছু বইসহ তার হেটে যাওয়া দেখতাম। কখনো তাকে পথে একটু দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক নৈসর্গ উপভোগ করতে দেখিনি। সব কিছুতে খুব তাড়া অনুভব করতো কেমন যেন!

এভাবে সে দূরে অদৃশ্য হয়ে যেত।

নদীর বুকে রাত নামতো দ্রুত। রাত যত গভীর হতো জীবনের কলরব ততো থেমে যেত। অনেক দূর হতে তখন নদীর ছলছল ধ্বনি শুনতে পেতাম। বৃদ্ধ নদীকে আমি আমার ভালো লাগার কথা বলতাম। দেবদারু গাছের আড়াল হতে দেখা সেই মেয়েটিই ছিল আমার প্রথম প্রেম। সন্ধ্যা গড়ানোর বেশ পরে আমি বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নিতাম। নদী তখনো বয়ে যেতো অজানার পথে।

উপরের দিকে মুখ সামান্য উঁচু করে সে ঘুমোচ্ছে। অপলক আমি তার দিকে চেয়ে থাকি। মুখাবয়বে পূর্ণতা এসেছে, দুই গালে হালকা রক্তের ছোপ। সৌন্দর্যে এখনো ভাটা পড়েনি সে মুখে। দীর্ঘ পাঁচটি বছর লেগেছিল ভালোবাসি বলতে। কল্পনার স্রোতে কত স্মৃতি ভেসে আসে। তবু আমি ফিরে যাই সেই কাশবন ঘেরা নদীর তীরে যেখানে তরঙ্গের প্রতি ভাঁজে আমার অনেক কথা লুকিয়ে আছে। দুই মাস পর আমার প্রথম কন্যা সন্তান জন্ম নেবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এ ভালোবাসার তরী বয়ে চলুক।

Scanned with CamScanner

নিভৃত কথন

শান্তা ধর
সহকারী কর কমিশনার

"বহতা নদীর দুপাশে থাকে অসংখ্য স্থিরচিত্র। জীবনের স্রোতধারায় কালের অবগাহনে হারিয়ে যায় কতশত স্মৃতি। কোনো এক অদৃশ্য টানে ছুটে চলছে জীবনের গতি। প্রতিনিয়ত কালের পরিক্রমায় সংযুক্ত হচ্ছে কিছু শাখা প্রশাখা। অবারিত অজানার হাতছানি অদেখা সামনে। নিরাভরণ ভবিষ্যৎ ক্রমাগত উন্মুক্ত হয়, উঁকি দেয় জীবনের জানালায়। বাইরের সূর্যের রোদ কখনো কখনো প্রবেশ করে গহীন প্রকোষ্ঠে। রেখে যেতে চায় পদছাপ। ধীরে ধীরে শশীর-অমলিন সৌন্দর্য-এর কাছে সবকিছু ম্রিয়মান হয়। জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় নিশ্চুপ অথচ কতটা অবলীলায় মুখরিত হয় চারদিক। এক অসীম মুগ্ধতা মিশানো শূন্যতায় ঘিরে থাকে কিছু মুহূর্ত। নির্বাক হয়ে থাকা গাছ, ফুল সবকিছুই যেন হঠাৎই সবাক হতে শুরু করে। জীবনের ডায়েরির পাতায় দুকলম যোগ করে দিয়ে যায়। তাতে এক অর্বাচীন পথিকের পথ হঠাৎ থমকে যায়। ভাবতে বাধ্য করে জীবনদর্শন নিয়ে; যাতে আনন্দ বেদনার কাব্য ছাড়াও আছে হারানোর পর প্রাপ্তির আস্বাদ। মুহ্যমান হয়ে থাকা পাপড়িগুলো যেন শিশির বিন্দুর স্পর্শ পায় হঠাৎ করে। যে শিশির আলতো ছুঁয়ে যায়, রেশ রেখে যায়। তুঁলির আঁচড়ে রঙের বৈচিত্র্য আবারো মুখ্য হয়ে ওঠে। বৃষ্টির শীতল বারির মতো স্নিগ্ধ করে দেয় অন্তরের গহীনকে, যেখানে শুধুই নিস্তব্ধ মোহনীয়তা। বহমান এই ধারা একসময় তার গন্তব্য দেখতে পায়। স্মিত হাসিতে অশ্রু দিয়ে আলিঙ্গণ করে এই অমোঘ সত্যি। পিছনে ফিরে তাঁকিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিতে মনে মনে বুলি আওড়াতে থাকে- আবার কখনো বিবর্তনের অংশে যুক্ত হয়ে পথের যাত্রা শুরু হবে।

Scanned with CamScanner

শৈশব

এস. এম. আব্রাহাম লিংকন
সহকারী কর কমিশনার

ছোট বেলায় যখন কুপির আলোয় পড়তাম, তখন কিছু পোকামাকড়দের দেখতাম আগুনে ঝাঁপ দিতে। অন্ধকারের মাঝে সে আলোর ঝলকানি ছিল তাদের মৃত্যুফাঁদ। খোলা বইয়ের দুই পাতার মাঝে এসে পুড়ে কয়লার মতো কালো হয়ে মরে পড়ে থাকত। আমরা ফুঁ দিয়ে বই পরিষ্কার করতাম। কেরোসিন তেল যখন কমে আসত সলতে পুড়ে যেত, আগুনের শিখা কেঁপে উঠত। ছোট বোতলে মা কেরোসিন তেল ঢেলে পাশেই রেখে দিত। কুপিতে তেল ঢালতেই আলোর উজ্জ্বলতা বেড়ে যেত। আবার পড়ার গতি বাড়িয়ে দিতাম। উঠানে খেজুর পাতার মাদুরে পড়তে বসে যেতাম। আগুনের শিখার মধ্য দিয়ে দ্রুত আঙুল চালানোর প্রতিযোগিতায় নামতাম আমরা ক-ভাইবোন। দূরে শেয়ালের ডাক আমাদের ছোট কোমল হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করত। না পড়লে শেয়াল আর দক্ষিণের লম্বা নারকেল গাছের মাথায় যে প্রেতাত্মা থাকত, এরা নাকি আমাদের তুলে নিয়ে যাবে!

চারপাশে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকাডাকি এতোটাই তীব্রতা পেত যে আমি পড়ার ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিক ভয়ে তাকাতাম। ঝাঁক ঝাঁক জোনাকিপোকা সাদাটে হলদে আলো জ্বেলে উদ্দেশ্যহীনভাবে উড়ে বেড়াত। সত্যি বলতে রাত বিভীষিকার মতো ছিল। গ্রামের প্রচলিত ভূতের গল্পগুলো কল্পনায় এসে বাস্তব মনে হতো। নতুন কবিতার প্রথম চার লাইন কোন ভাবেই মুখস্ত হতে চাইতো না। তবে বাংলা বইয়ের গল্পগুলোর দিকে ঝোঁক ছিল আমার। পড়তে পড়তে ঘুম চলে আসত, ঝিমাতাম, তখন মা খাবার দিতেন। পলিথিনের কালো একটা ব্যাগে বই-খাতা ঢুকিয়ে ঘুমোতে চলে যেতাম। ১০টা ছিল মধ্য রাত। শেয়ালের ডাকও কিছু কমে আসত তখন। বিছানার পাশে মায়ের হাত পাখা চালানোর শব্দে আমি তলিয়ে যেতাম পরদিন সকালে বকুল ফুল কুড়াঁনোর অদম্য বাসনায়।

রাতের ভয়ঙ্কর শক্তিগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ত ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। আজকের আমি হয়ে উঠতে এভাবে শৈশবে একটি দিনের শেষ হতো আমার। পরদিন আলো ফোটার আগেই ধূসর অন্ধকার ভেদ করে উঠে পড়তাম। ঝিঁঝিঁ পোকা আর জোনাকিপোকা কোথায় যে লুকিয়ে পড়ত তা আজও জানতে পারিনি। বাড়ির দক্ষিণে সেই নারকেল গাছটি আজ আর নেই। প্রেতাত্মাও বোধ হয় শোকে বিহ্বল। চার দেয়ালের মাঝে এখন আর টিনের চালের শিশিরের শব্দ শোনা যায়না। নিকষ কালো আধাঁরে আজও আমি হারানো শৈশব খুঁজে ফিরি।

Scanned with CamScanner

"জীবন যখন যাতনাময়"

সালেকুল ইসলাম বিপ্লব
সহকারী কর কমিশনার

প্রিয় পারুল, কেমন আছ জানতে চাইব না। জানি, আমাকে ছেড়ে যাওয়ার প্রথম দুয়েকদিন তুমি রাতে ঘুমোতে পারোনি। কিন্তু তারপর সবকিছুকেই মানিয়ে নিয়েছ। আমি যে পারিনি, পারুল।

বড় ক্লান্ত আমি। ভীষণ ক্লান্ত। আমাকে তাড়া করে বেড়ায় শব্দহীন কানাগুলো। অভিমানী রাতগুলো আজ আর স্বপ্ন দেখায় না। হেরে যাওয়া মুহূর্তগুলো এখন আর ভাবতে শেখায় না। নিকষ কালো আঁধার কানে কানে বলে প্রতিরাতে, "আমিই তোমার সঙ্গী।"

তুমি জানো? তুমি আমার জীবনে আসার আগে থেকেই আমি হতভাগা।

মরতে গেছি বহুবার, পারিনি। যেদিন তুমি জীবনে এলে, সেদিন মনে হয়েছিল...

গ্রীষ্মের খাঁ খাঁ রৌদ্রে পুড়ে দীর্ঘদিন পর ঐ ধানক্ষেতটি বৃষ্টির দেখা পেলে যেমন মনের আনন্দে উল্লাসে নেচে উঠে,
হারতে হারতে কোনো টেনিস খেলোয়াড় রাফায়েল নাদালের কাছে জিতে গেলে যেমন তৃপ্ততার মহানন্দে ভরে যায় তার হৃদয়,
জীবনে ছোট্ট পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে হাঁপিয়ে যাওয়া ছেলেটি এভারেস্টের চূড়ায় পা রাখলে যেমন আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে যায়,
তেমনি কূলহীন কষ্টের সাগরে ডুবে থাকা এই আমি কয়েকটা পৃথিবীকে পাওয়ার সমান সুখ পেয়েছি।

জানো? দিন-রাতের অনেকটা সময় একাকী তোমার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে হারিয়ে যেতাম অজানা এক গভীর সুখের ঠিকানায়; বুঝতেই পারতাম না।

পৃথিবীর সবচেয়ে মায়াবী তোমার দুটি চোখের মাঝে আমি হাজার বছরের বসতবাড়ি বানিয়ে ফেলতাম। হাতে হাত, চোখে চোখ রেখে বলেছিলে, এ জীবনে কখনো কোনোদিন কেউ হারিয়ে যাবো না; এমনটিইতো কথা ছিল। কিন্তু, কিন্তু কী থেকে কী হলো!

সেই যে 'বিদায়' বললে, ফিরেও তাকালে না। সেদিন তোমার চলে যাওয়ার পদচিহ্নের দিকে নির্বাক তাকিয়েছিলাম কয়েকটি ঘণ্টা। তুমি ফিরে এলে না। অবশেষে চিরদিনের মতোই হারালাম।

জানো? দীর্ঘশ্বাসগুলো এখন খুব বেশি যন্ত্রণা দেয়।

তবুও সেই দীর্ঘশ্বাস থেকে একটি সুর বেজে উঠে--- তুমি ভালো থেকো, পারুল। আমায় ভুলে যেও, কিন্তু স্মৃতিগুলো যতনে রেখো।

ইতি
আমি সেই... যে ছিল 'তুমি' নামের চাঁদের আলো।

Scanned with CamScanner

মুজিব মানে

কাজী ইছায়েদ হোসেন
সহকারী কর কমিশনার

মুজিব মানে মুক্ত আকাশ,
অবাধ স্বাধীনতা।
মুজিব মানে আকুল আবেগ-
হাজার বছরের বাংলার,
স্রোতস্বিনী নদীর অবিরাম ছুটে চলা।

মুজিব মানে বাংলার জল,
বাংলার আকাশ, আপামর জনতা।
মুজিব মানে একাত্তর,
মুজিব মানে স্বাধীনতা,
বাংলার মুক্তি স্বাধীনতার আকাশে
লাল সবুজের পতাকা।

মুজিব মানে!
শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক
সোনার বাংলা গড়ে তোলা।
মুজিব আমার অহংকার,
দৃপ্ত কণ্ঠে বুক চিতিয়ে তাই বলি বারংবার।

মুজিব মানে মুক্তি,
মুজিব মানে সোনাফলা বাংলা,
মুজিব মানে শোকের আগস্ট-
বাঙালি পিতাহারা।
মুজিবের মাঝেই লুকিয়ে আছে-
বাঙালির সকল সাফল্যের বিজয়গাঁথা।

Scanned with CamScanner

‘দোস্ত, কিছু পারতেছিস তো?’

রাফাত তাহমিদ খান
সহকারী কর কমিশনার

আমি বলছি না, আমাকে পরীক্ষায় দেখাতেই হবে, আমি চাই
কেউ একজন পরীক্ষার হলে আমাকে ডাক দিক
লিখতে হেল্প করার জন্য
নিজে নিজে পরীক্ষা দিতে দিতে আমি ক্লান্ত।

আমি বলছি না পরীক্ষায় দেখাতেই হবে, আমি চাই
কেউ একজন পরীক্ষার হলে আমার খোঁজ নিক
আমি কলম দিয়ে আমার খাতায় কাউকে
লিখে দিতে বলছি না, আমি জানি
সহজ প্রশ্নের যুগ বন্ধুদের মুক্তি দিয়েছে
খাতা দেখানোর দায় থেকে।
আমি চাই কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করুক
আমি কিছু লিখতে পারছি কি না, আমার
লুজ শিট লাগবে কিনা
খাতার উপরের অংশে নাম রোল আমি নিজেই
লিখতে পারি।

আমি বলছি না পরীক্ষায় হেল্প করতেই হবে, আমি চাই
কেউ একজন পরীক্ষার হলে আমার
কথা ভাবুক। দু চার লাইন লিখতে বলুক
দেখাতে পারুক আর না পারুক
কেউ একজন অন্তত জিজ্ঞেস করুক,
“দোস্ত, কিছু লিখতে পারতেছিস তো?”

[মূল কবিতা: তোমার চোখ এত লাল কেন? কবি: নির্মলেন্দু গুণ]

Scanned with CamScanner

বিসিএস কর একাডেমী ও অদম্য ৩৬

কাজী ইহায়েদ হোসেন
সহকারী কর কমিশনার

বিসিএস (কর) একাডেমী,
আমার নতুন জন্মের পুণ্যভূমি।
বারোই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু
দেখা পেলাম তোমার!
আশ্রয় পেলাম তোমার!
জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তোমার-
নিজেকে জানলাম নতুন করে!
গুরুপ্রতিম ও জ্ঞানপ্রদীপ হিসেবে যাঁদের পেলাম
তাদের কথা অব্যক্ত থাকলে, থাকবে অপূর্ণতা!

জনাব বজলুল কবির ভূঁইয়া স্যার-
আপনার ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা আর নেতৃত্বের গুণাবলিতে
সর্বদা আমরা হয়েছি মুগ্ধ ও চির বিমোহিত।

জনাব লুৎফুল আজীম স্যার-
আপনার দেখা না পেলে হয়তো চির অজানাই
থেকে যেত; নিরবে নিভৃতে কাজ করা মানুষগুলোর
কাজের বিস্তৃতির সীমানা যে-
ঐ আকাশে!

জনাব আহসান হাবীব স্যার-
অনুশাসন, ভ্রাতৃত্ববোধ, আয়কর শিক্ষা, বিনয়,
উপস্থিত বুদ্ধি, বাস্তবসম্মত শিক্ষা প্রদান, সমন্বয়ক
তথা সবকিছুর সংমিশ্রণে আপনি-
একজন "আদর্শ শ্রদ্ধাভাজন গুরু।"

সৌমিত্র স্যারের নিরব উপস্থিতি,
মাহবুব স্যারের ভ্রাতৃত্বসুলভ অনুশাসন,
শাহীন স্যারের মিষ্টি অনুশাসন,
সত্যি সবকিছু মিলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ ও অনুরক্ত।

বন্ধু, ভাই ও বোন হিসেবে যাদের পেলাম-
সুমন, মারফত, রাফাত, নজরুল
ফিরোজ, লোটাস, মাসুম
জেনে নিস ভাই তোরা আমার হৃদগহীনের পরম জল।

ওয়াসিউল, হাসানুল, এনামুল, মিন্টু, মুহিত
জোনাক, সোহেল-
শাকিল থেকে কিবরিয়া আর হারমিট ইমরুল
বলছি তোদের হয়ে ব্যাকুল,
থাকব পাশে চির জীবন
সকল সুখে-সকল দুঃখে
আনন্দ কী, বেদনার জলে।

কাশমি, শমী, তনু, নাজমুন
ওহী, সোহানা, সায়মা, লিনা
তানজিনা থেকে ইশরাত আর মুনিয়া সিরাত
শান্তা থেকে তাসনিম সায়মা!
ফারহাত তাসনিম আর জুম্বি চাকমা-
ভাবছো বসে, আমার নামটি কেন এখনও
চোখেতে যে পড়লো না!
বলছি তোদের দিব্যি করে!
নামখানি তোদের থাকুক আর না থাকুক
তুচ্ছ আমার এ কবিতায়!
ভালবেসে তোদের রাখবো বাজি তুচ্ছ জীবন এই
আমার।
থাকব সদা, দিচ্ছি কথা-
সকল বেলা, অবেলা আর কালবেলায়।

Scanned with CamScanner

গুরু নেই বলে

সাঈদ এরাকাত
সহকারী কর কমিশনার

আজ বৃষ্টিস্নাত প্রাতে বাতায়ন পাশে বসে
নিজ পেন্সিলখানি হাতে,
দেখি ঝুম বৃষ্টির খেলা।
সাদা ক্যানভাস হাতে তুলিনু
এ যে কবিতা লেখার মেলা।

কত কথা আজ ভাবিতে থাকি, কত সুর বাজে কানে
সবই চলে যায় অতল গহীনে
ছন্দহীন ঘোলা স্রোতটানে।

মোর বিরহী হৃদয়;
মনে পড়ে আজ কবিগুরু তোমায়,
কবে আসবে ফিরে শ্যামল এই বাংলায়,
তোমার লিখনীর ক্ষুরধারা
জীবন্ত করিবে কবিতার খাতা
প্রাণ পাবে যত জরা
মম এই প্রার্থনা মনে,
তুমি গুরু আজ নিরবে রহিলে
কোন সে অভিমানে!

নিরব কোলাহলে,
সেদিন পালিত হল ২২ শে শ্রাবণ,
বিদায় বলিতে হৃদয় কাঁদে

অঝোর ধারায় কাঁদিছে যেন
'রবিহীন' গগন।

বারি কণাগুলি মুক্তা হয়ে ঝরে
মাল্য গড়নে কে সাজাবে তারে
কবিতা, ছন্দ, গানে।
তুমি গুরু আজ নিরবে রহিলে
কেন এমন অভিমানে!

তোমার তুলির আঁচড় নিপুণ
তাই ভাষা খুঁজে পায় বোবা মেঘগুলি,
রিম ঝিম বারি পতন।
সেই ধূলিকণা, সেই মেঘমালা আজ অবিরাম ঝরে
ভোঁতা তুলিতে তারে
বাঁধিতে চাহিনু ভাঙ্গা ক্যানভাস-পরে।

বৃথা চেষ্টা;
বিফলে গেল সবই
ছন্দ পাইনি বলে
খোলা আসমান কাঁদে আকুল
'রবি' কেন গেল চলে!
তুমি গুরু আজ নিরবে রহিলে
এ কেমন অভিমানে!

Scanned with CamScanner

ভালবাসা উত্তর দক্ষিণ

মোঃ আতাউর রহমান
সহকারী কর কমিশনার

তুমি কাঁচকাটা হীরা হও বা স্বর্ণ মূল্যবান।
তাতে কী? আমার না আছে কাঁচের ব্যবসা, না জুয়েলারি দোকান।
সত্যি বলছি, যা আছে আমার ঐ একটি মাত্র প্রাণ।
অক্সিজেনই মুখ্য সেথা, বাকি সব বলিদান।
বুঝতে পারলে রহস্যময়ী ট্রায়াঙ্গেল বার্মুডান?

তুমি মিস ইউনিভার্স হও বা কাশ্মীরি রূপবান
তাতে কী? আমার না আছে ফিল্মের শখ, না রহিম হওয়ার টান
সত্যি বলছি, যা আছে আমার ঐ একটি মাত্র গান।
অনুভূতিই মুখ্য সেথা, বাকি সব বলিদান।
বুঝতে পারলে টাইটানিকে জ্যাকের গোলাপজান?

তুমি জ্ঞানের ভাণ্ডার হও বা বাঁকা ধনুকের বাণ।
তাতে কী? আমার না আছে জ্ঞানের পিপাসা, না শিকারি হওয়ার ফরমান।
সত্যি বলছি, যা আছে আমার ঐ একটি হৃদয় নামক স্থান।
ভালবাসাই মুখ্য সেথা, বাকি সব বলিদান।
বুঝতে পারলে দুর্ধর্ষ সুলতানা রাজিয়া বলবান?

Scanned with CamScanner

After death

Enamul Islam
Assistant Commissioner of Taxes

I will die on any day
To you someone will say
The news may be bad
or may not make you sad
You must not come to see
But you will then remember me
And feel me what you never try
For your behaviour you will be shy.
If you come to the grave of mine
you will find there no sign
And will hear not a few
But only a sound "I love you."

Scanned with CamScanner

আলোকচিত্র

Scanned with CamScanner

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বিসিএস (কর) একাডেমীতে বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়

উদ্বোধনী দিনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সাথে নবনিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী কর কমিশনারগণ

Scanned with CamScanner

চট্টগ্রাম ভ্রমণ

বাংলাদেশ কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমীতে অরিয়েন্টেশন শেষে

বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র, চট্টগ্রামের সম্মেলন কক্ষে

বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র, চট্টগ্রামের প্রদর্শনী কক্ষে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

Scanned with CamScanner

চট্টগ্রাম ভ্রমণ

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমীতে নবীন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

BSRM Ltd. এর প্রোডাকশন প্লান্ট পরিদর্শন

পড়ন্ত বিকেলে চিরসবুজ ও সৌন্দর্যের অপূর্ব সমাহার কোরিয়ান ইপিজেডের গলফ ক্লাবে আমরা

Scanned with CamScanner

BASE CAMP

স্নিগ্ধ প্রভাতে আমাদেরকে পেয়ে মুখরিত "Base Camp"

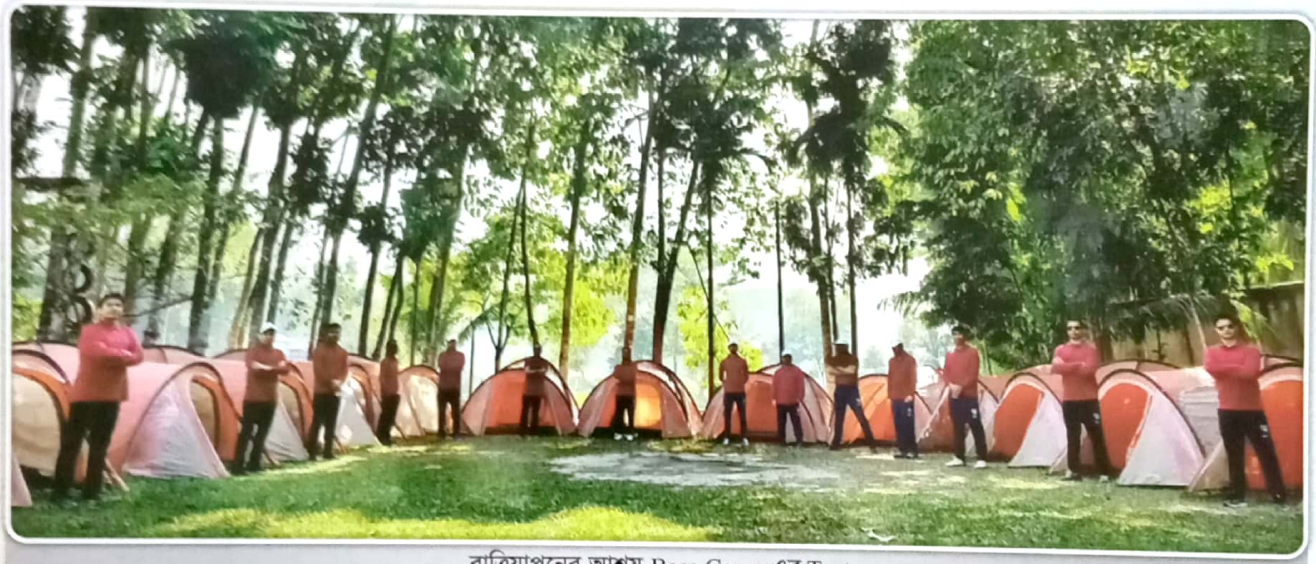

রাত্রিযাপনের আশ্রয় Base Camp এর Tent

Base Camp Activities

Scanned with CamScanner

বনভোজনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী অফিসার একাদশ

ইনডোর গেমস এ অংশগ্রহণ

পুরস্কার গ্রহণ করছেন ইনডোর গেমস এ বিজয়ী দুই প্রশিক্ষণার্থী

Scanned with CamScanner

অভ্যর্থনা

নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মহোদয়কে যোগদানকালীন অভ্যর্থনা

ড্রাইভিং

ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশ

ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের অপরাংশ

Scanned with CamScanner

বাঙালি ঐতিহ্যের "পিঠা উৎসব"

হরেক রকমের পিঠা ভোজনে অপেক্ষমান সবাই

ঋতুরাজ বসন্ত বরণে আনন্দযজ্ঞ

Scanned with CamScanner

সুন্দরবন ভ্রমণ

সুন্দরবন যাত্রাপথে

নদীর বুকে ম্যানগ্রোভের পথে

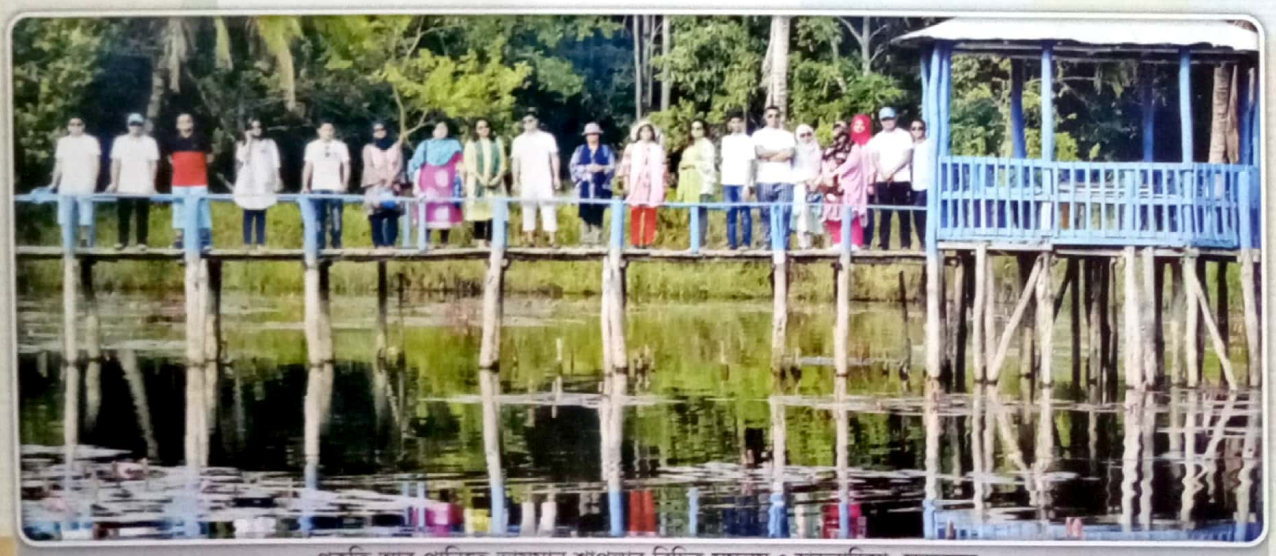

প্রকৃতি আর পানিতে ভাসমান শাপলার বিচিত্র সমন্বয় ঃ হাড়বাড়িয়া, সুন্দরবন

Scanned with CamScanner

সুন্দরবন ভ্রমণ

সুন্দরবনের নৈসর্গিক রূপ-মাধুর্যে বিমোহিত ক্যাডারগণের খন্ডচিত্র

Scanned with CamScanner

খুলনা ভ্রমণের খন্ডচিত্র

ঐতিহ্যবাহী ষাট গম্বুজ মসজিদ প্রাঙ্গণে

কর কমিশনার, কর অঞ্চল- খুলনা স্যারকে ক্রেস্ট স্মারক প্রদান

খুলনা ফিশ এন্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ পরিদর্শন

Scanned with CamScanner

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা

বক্তব্য প্রদানকালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত সদস্য (গ্রেড-১) জনাব কালিপদ হালদার স্যার

মেস রজনীর পরিবেশনা শেষে আমরা

Scanned with CamScanner

মেস রজনী

বিভিন্ন পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

Scanned with CamScanner

স্বাগত

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত সদস্য (কর প্রশাসন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, গ্রেড-১) স্যার কে আগমনী অভ্যর্থনা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মানিত সদস্য মোঃ আলমগীর হোসেন স্যারকে শুভেচ্ছা প্রদান

Scanned with CamScanner

BRAINSTORMING

বিপিএসসির সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক স্যারের ক্লাসে পরম মুগ্ধতায়

গেস্ট লেকচারার শ্রদ্ধেয় ড. প্রাণ গোপাল দত্ত স্যার

শ্রদ্ধেয় কাজী দেলোয়ার হোসেন স্যারের সাথে তাঁর শেষ ক্লাসে

Scanned with CamScanner

ক্লাসরুমের কিছু মুহূর্ত

শ্রদ্ধেয় আব্দুল লতিফ স্যারের সাথে ক্লাসরুমে

ক্লাস পরিচালনা করছেন একাডেমীর সম্মানিত পরিচালক স্যার

শ্রদ্ধেয় মামুন স্যারের একাউন্টিং ক্লাসে

Scanned with CamScanner

বিশেষ মুহূর্ত

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য গ্রেড-১ মহোদয়ের সাথে

ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

শ্রদ্ধেয় শব্বির স্যারের উদ্যোগে অনলাইন কুইজ চলাকালে

Scanned with CamScanner

স্যুভেনির কমিটি

শৃংখলা কমিটি

মো: জোনায়েদ হোসেন

মো: ফারুক হোসেন

ফারহানা উম্মে হাবিবা

এনামুল ইসলাম

সুমন মিয়া

সোহানা আফরোজ সাঈদ

ইসরাত জাহান চৌধুরী

ক্রিষ্টিনা চাকমা

Scanned with CamScanner

সাংস্কৃতিক কমিটি

অর্পা বণিক

কাজী ইছায়েদ হোসেন

উম্মে আয়মান কাশমী

শান্তা ধর

ইমাম তৌহিদ হাসান শাকিল

আয়শা আক্তার

মো: সালেকুল ইসলাম

খেলাধুলা কমিটি

মো: মাহমুদুল হাসান

নুসরাত ফারজানা

মো: গোলাম কবরিয়া

ফারহাত তাসনীম

কাজী ফারজানা লীনা

মো: সোহেল রানা

তাসনিম আরা সায়মা

Scanned with CamScanner

৩৬তম ব্যাচের সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন আমাদের সম্মানিত অগ্রজ ৩৪তম ব্যাচের-

ফারহানা উম্মে হাবিবা

তোফায়েল আহমেদ

মো: মফিজুর রহমান মিনহাজ

Scanned with CamScanner

৩৬তম বিসিএস বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের কিছু স্থিরচিত্র

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট থেকে মহাপরিচালক পদক গ্রহণ করছেন প্রথম স্থান অর্জনকারী শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণার্থী সোহানা আফরোজ সাঈদ।

প্রথম হতে দশম স্থান অর্জনকারী শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে এনবিআর এর চেয়ারম্যান মহোদয়, সদস্য মহোদয়গণ, বিসিএস (কর) একাডেমীর মহাপরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য অনুষদ সদস্যবৃন্দ।

Scanned with CamScanner

৩৬তম বিসিএস (কর) ক্যাডারের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে একাডেমীর অনুষদ সদস্যবৃন্দ।

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সভাপতি, কোর্স পরিচালক ও কোর্স সমন্বয়কসহ একাডেমীর অনুষদ সদস্যবৃন্দ।

Scanned with CamScanner

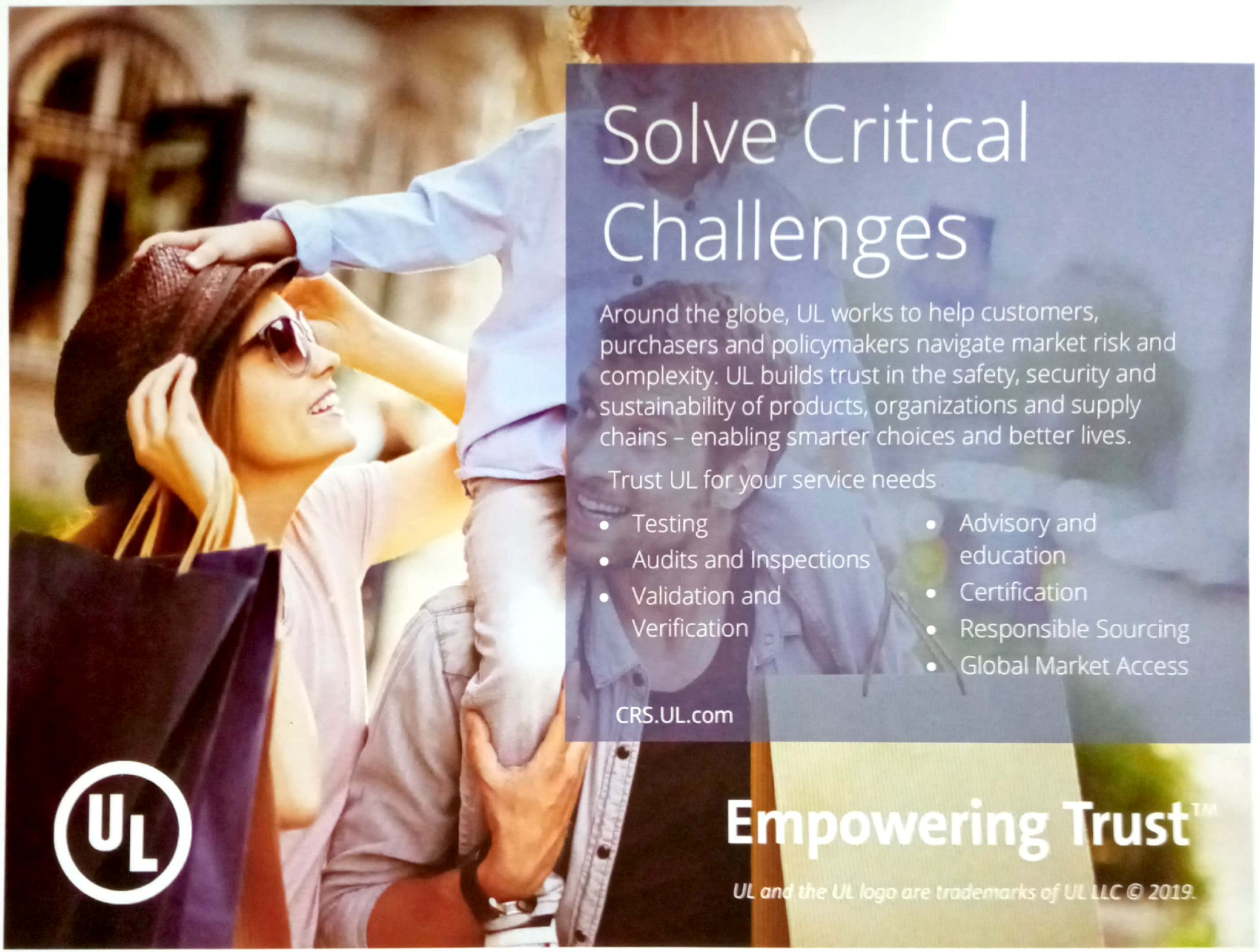

Scanned with CamScanner

৩৬তম ব্যাচ

বিভাগীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বিসিএস (কর) একাডেমী, ঢাকা

Scanned with CamScanner